গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পশুসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

নং- শাখা-৪/বিবিধ-১৫৪/২০০৮/ ৩৫৭

তারিখঃ ২৪/৭/২০০৮ খ্রিঃ
৩০/৩/১৪১৫ বাং

কার্যালয় স্মারক

দেশে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে এনজিও সমূহকে সম্পৃক্ত করা এবং দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ৫/৬/২০০৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-৯.৩ মোতাবেক ষাঁড় নির্বাচন (Bull Selection) ও সনদ প্রদানের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি National Technical Regulatory Committee গঠন করা হলো।

১।	পরিচালক, সম্প্রসারণ, পশুসম্পদ অধিদপ্তর,বাংলাদেশ, ঢাকা।	-	সভাপতি
২।	উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা	-	সদস্য
৩।	প্রকল্প পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	-	সদস্য
৪।	কর্মসূচী প্রধান, ব্র্যাক এগ্রো এন্ড সল্ট ইন্ডাষ্ট্রি, প্রধান কার্যালয় ব্র্যাক, ৭৫, মহাখালী, ঢাকা।	-	সদস্য
৫।	সহকারী পরিচালক (খামার), পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	-	সদস্য
৬।	উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।	-	সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য এ কমিটির প্রত্যায়ন ছাড়া কোন ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

স্বাঃ/-
(সুনীল চন্দ্র ঘোষ)
মহা-পরিচালক (চঃদাঃ)
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,বাংলাদেশ,ঢাকা।

নং- শাখা-৪/বিবিধ-১৫৪/২০০৮/ ৩৫৭(৬)

তারিখঃ ২৪/৭/২০০৮ খ্রিঃ
৩০/৩/১৪১৫ বাং

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

১। পরিচালক, সম্প্রসারণ, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪। কর্মসূচী প্রধান, ব্র্যাক এগ্রো এন্ড সল্ট ইন্ডাষ্ট্রি, প্রধান কার্যালয়, ব্র্যাক, ৭৫, মহাখালী, ঢাকা।
৫। সহকারী পরিচালক (খামার), পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

(সুনীল চন্দ্র ঘোষ)
মহা-পরিচালক (চঃদাঃ)
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,বাংলাদেশ,ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য ঃ
সচিব,
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
পশুসম্পদ শাখা-২

নং- মপম/পস-২/বিবিধ-৩০/২০০৪/অংশ-১/৪৩৭ তারিখ ঃ ১৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ

বিষয় ঃ কার্যবিবরণী প্রেরণ।

দেশে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে এনজিও সমূহকে সম্পৃক্ত করা এবং দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ৫-০৬-০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

(জে, আর, শাহ্‌রিয়ার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১১১৭

বিতরণ ঃ

১। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। চেয়ারপারসন, ব্রাক, ব্রাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা।
৬। জনাব হাসিবুর রহমান, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ধামরাই ডেইরী লিঃ (নির্বাহী পরিচালক, একমি ল্যাবঃ লিঃ) কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা), ১৩৯-১৪০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৮। ডাঃ নাজির আহমেদ, সাবেক মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। ৫/সি গ্রীন টাওয়ার, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৯। ডাঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্, লাইভস্টক কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), আগারগাঁও, ঢাকা।
১০। ডাঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক মিয়া, সাবেক মহাপরিচালক, ফ্ল্যাটনং- ৬/বি, সিলিকন, ৮/৩ ব্লক এ, লালমাটিয়া, ঢাকা।
১১। ডঃ মোঃ সামসুদ্দিন, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাণ গ্রুপ, ১২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা।
১৩। জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া, প্রোপাইটার, ডক্টর ফার্মারস পারফরমেন্স প্রোডাক্ট, প্লট-৩৪, রোড নং ৭ সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
১৪। ডাঃ হাবিবুর রহমান, উপ-পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন-১), পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, শেলটেক টাওয়ার, ৫৫ বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান রোড, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।

নং- মপম/পস-২/বিবিধ-৩০/২০০৪/অংশ-১/৪৩৭ তারিখ ঃ ১৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট এর একান্ত সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (প্রঃ/পস) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪। উপ-সচিব (পস) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

(জে, আর, শাহ্‌রিয়ার)
সিনিয়র সহকারী সচিব

C:\My Documents\Meeting-2008.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
পশুসম্পদ শাখা-২

দেশে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে এনজিও সমূহকে সম্পৃক্ত করা এবং দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ মানিক লাল সমাদ্দার
মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন -৬, কক্ষ নং-৫১০-৫১২) ঢাকা।
তারিখ ও সময় ঃ ৫/ ৬/২০০৮ তারিখ বিকাল ১১-০০ টা।
উপস্থিত সদস্যঃ পরিশিষ্ট "ক"।

২। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে এনজিও সমূহকে সম্পৃক্ত করা এবং দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অবসর প্রাপ্ত মহাপরিচালক ডাঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে লিখিত প্রস্তাব প্রদান করেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ এবং দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কতিপয় কার্যক্রম মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করা হয়। এ সকল কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের উপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সভাকে জানান, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এখনও সমগ্র দেশে সম্ভব হয়নি। পশুসম্পদ অধিদপ্তর ও ব্র্যাক এ পর্যন্ত থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,০০০ কেন্দ্র/ উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও ১,৫০০ বা ততোধিক ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। ব্র্যাক এ মুহূর্তে ১২০০ পয়েন্টে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং এ সংখ্যা অচিরেই ২০০০ পৌছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ হস্তান্তর প্রকল্প ২য় পর্যায় এর মাধ্যমে আরো প্রায় ১০০০ পয়েন্টে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হলে সমগ্র দেশ কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা সম্ভব হবে। তিনি পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক কাজী আবদুল ফাত্তাহ্কে তাঁর প্রস্তাবনা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার অনুরোধ জানান।

৩। কাজী আবদুল ফাত্তাহ্ বলেন, দীর্ঘদিন পশুসম্পদ অধিদপ্তরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা ও অবসরকালীন অন্য সংস্থার কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রম যথাযথ মনোযোগের অভাবে জাতি এসব হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যায়ের মাধ্যমে গুড়া দুধ আমদানী করা হচ্ছে। দুধ ও মাংস এখন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন গরু মোটা তাজাকরণ এখন বিভিন্ন এন.জি.ও'র একটি জনপ্রিয় কার্যক্রম। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করেও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাননি। বি.এল.আর.আই এর সাথে যোগাযোগ করে তিনি মাংসের জন্য একটি ব্রীড উৎপাদনের বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরীর ব্যবস্থা করেন। দুধ উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ দেশে যথেষ্ট কাজ হলেও মাংস উৎপাদনের কোন চিন্তা ইতিপূর্বে তেমন একটা হয়নি উল্লেখ করে মাংসের জন্য ব্রাম্ম জাত উন্নয়নের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট বৃদ্ধির বিষয়ে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের বক্তব্যর সংগে একমত পোষণ করেন। তবে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ, মাংসের ব্রীড উন্নয়ন ও গবাদি পশুখাদ্যের উৎপাদন অংগাংগিভাবে জড়িত উল্লেখ করে এ তিনটি বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানান। অতীতে গবাদি পশুখাদ্যে উৎপাদনের জন্য ঘাষ চাষের প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর না হওয়ায় উক্ত প্রকল্প হতে আশানুরুপ ফল পাওয়া যায়নি। গবাদি পশুখাদ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সামাজিক প্রকল্প হিসেবে প্রতিরক্ষা বাঁধ, অকৃষি জমি লীজ নিয়ে ঘাস চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ কাজে স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণে আর কোন বুল ষ্টেশন করার প্রয়োজন নেই তবে এ কাজ সম্প্রসারণের জন্য ফ্রোজেন সিমেন উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং ব্র্যাক ছাড়াও অন্যান্য বড় এন.জি.ওকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা হলে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে।

৪। সভাপতির আহ্বানে ব্র্যাকের প্রতিনিধি জানান, কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণে তাঁদের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে অবহিত করায় ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান বিশ্বে খাদ্য দ্রব্যের উচ্চ মূল্যের প্রেক্ষিতে আগামী ১০ বছরে দুধ ও মাংসের মূল্য বর্তমান অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধির আশংকা প্রকাশ করে তা উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। তিনি জানান, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন না বাড়ায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। এফ.এ.ও'র একটি সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান ২০০১ সালে বিশ্ব বাজারে ১ লিটার দুধের দাম ছিল ০.১৬ ডলার অর্থাৎ ১৫.০০ টাকা যা ২০০৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৮ ডলার অর্থাৎ ৩৫.০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

Rezulation

CamScanner

দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রথমতঃ খামারি ও সেবা দাতা ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও গবাদি পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিশ্চিতকরণের উদ্দোগ গ্রহণ। তৃতীয়তঃ উৎপাদক ও প্রসেসিং প্ল্যান্ট এর মধ্যে নিবিড় সংযোগ সাধন এবং চতুর্থতঃ এফএমডি, এ্যানথ্রাক্সসহ অন্যান্য গবাদি পশু রোগের চিকিৎসা প্রদানে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করার উপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি আরো জানান কৃত্রিম প্রজননের অন্যতম অনুষংগ লিকুইড নাইট্রোজেনের মূল্য বেশী হওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে প্রজনন কার্যক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো উল্লেখ করেন এ কার্যক্রম দেশের সকল ইউনিয়নে সমানভাবে পরিচালনা প্রয়োজন না ও হতে পারে। ফলে এ মুহুর্তে সকল ইউনিয়নে কার্যক্রম সমানভাবে সম্প্রসারণ করা সঠিক হবে না।

৫। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ডঃ মোহাম্মদ শামছুদ্দিন অতীতের ভাল ও মন্দ অভিজ্ঞতাগুলো বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানান। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। তিনি জানান দেশে এ বছর প্রচুর পরিমাণ ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদিত ভুট্টার খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়না বললেই চলে। অথচ বিপুল পরিমাণ ভুট্টার খড় গবাদি পশুকে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। এছাড়া গবাদি পশুর খাদ্য যেমনঃ বীজ, স্থায়ী ঘাসের কাটিং ইত্যাদি বিস্তারের জন্য পশুসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শনী খামারসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ডাঃ হাবিবুর রহমান উল্লেখ করেন পাবনা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভুট্টার খড় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে গবাদি পশুকে খাওয়ানো হচ্ছে। এ বিষয়টি সমগ্র দেশে সম্প্রসারণ করা হলে খামারিরা উপকৃত হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন শুধুমাত্র গরুর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান না করে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মহিষ উৎপাদন ও উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ভারত উৎপাদিত দুধের ৬২% এবং পাকিস্তান ৫৬% পায় মহিষ হতে। এদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও চরাঞ্চলের মহিষ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন, মহিষ হতে যে আয় হয় তা দেশী গরুর প্রায় চারগুন। তাছাড়া মহিষের জন্য খাদ্য খরচও কম হয়। কারণ মহিষ মূলতঃ শস্যের অবশিষ্ট খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

৬। বিএলআরআই এর প্রতিনিধি ডাঃ মোঃ মাছুদ আলম উল্লেখ করেন দুধ উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় বাজারজাতকরণ সমস্যা। খামারীরা যা উৎপাদন করে তার মাত্র ৫% প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্যাকেটজাত হয়। ভারত ও পাকিস্তানে প্যাকেট জাতকরণের হার যথাক্রমে ১৫% ও ২০%। দেশে বর্তমানে ১২টি বেসরকারি সংস্থা দুধ বাজারজাত করলেও একের সংগে অপরের কোন সমন্বয় নেই। বাজারজাতকরণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হলে খামারীরা ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। দুধ উৎপাদনের জন্য এদেশে ব্রীড বিদ্যমান আছে তবে মাংস উৎপাদনের জন্য ব্রাহ্ম জাতের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প/ কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে বিএলআরআই একটি ডকুমেন্ট তৈরী করেছে যা হতে প্রকল্প/ কর্মসূচী গ্রহণে সহায়তা নেয়া যেতে পারে। পাকিস্তান ও ভারতে মোট উৎপাদিত দুধের ৫০% আসে মহিষ থেকে, যা এদেশে মাত্র ২%। মহিষ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারকে উপকূলীয় অঞ্চল ও চরাঞ্চলে মার্কেটিং সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে দেশে মাংস উৎপাদন ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ১০ বছর পর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২.১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন করতে হলে পলিসি সাপোর্ট ও সমন্বয় সাধন করার জন্য জাতীয় ডেইরী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অথবা এ ধরণের নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের উপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন।

৭। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডাঃ নাজির আহমদ পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যের সূত্রে জাতীয় ডেইরী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অথবা এ ধরণের নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তাতে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি জানান ১ কেজি মাংস উৎপাদনে ৮ কেজি শস্যকনা (Grain) প্রয়োজন। সে বিবেচনায় গবাদি পশু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত না করা হলে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভর্তুকি প্রদানের প্রয়োজন হবে। কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদেরকে বেসরকারি খাতের সাথে সম্পৃক্ত করা গেলে এ কাজে সফলতা আসবে বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি ব্র্যাকের প্রতিনিধি উল্লিখিত ৪টি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহিষ উৎপাদন সম্পর্কে তিনি জানান, মহিষের ক্রস ব্রিডিং করা কঠিন কাজ। কারণ Nili Ravi জাতের মহিষের ক্রোমজম সংখ্যা ৫৯টি এবং Murrah জাতের মহিষের ক্রোমজম সংখ্যা ৪৮টি। এ দুটোর ক্রস হলে ক্রোমজম সংখ্যা হবে ৪৮টি এবং ২য় প্রজন্মে উল্লিখিত ক্রোমজম সংখ্যা সঠিক নাও থাকতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন কোন ব্রীড আমদানির প্রয়োজন নেই। কারণ দীর্ঘদিন পরীক্ষায় ফ্রিজিয়ান ব্রীড দুধের জন্য উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৮। বীফ ক্যাটেল উন্নয়নের জন্য পশুসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচীর উপর আলোচনার আহ্বানের প্রেক্ষিতে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডাঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্ জানান, কর্মসূচীতে মেটিং প্ল্যানে কোন ব্রীডের কতটিতে মেটিং হবে, কত সংখ্যক খামারী সম্পৃক্ত হবে এসব বিস্তারিত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এছাড় কর্মসূচীতে উল্লিখিত মংগা ও চরাঞ্চলে পাইলট প্রকল্প করা সঠিক হবেনা। এরুপ পাইলটিং করার উত্তম এলাকা হবে পার্বত্য এলাকা। কর্মসূচীতে উল্লিখিত ১০,০০০ ডোজ সিমেন এর ব্যবহার কিভাবে হবে, খামারী নির্বাচন কোন মানদন্ডে হবে এসব বিষয় উল্লেখ নেই। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কনসালটেন্ট এর কোন প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্রিডার নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে এরুপ ব্রিডার বিএলআরআই হতে প্রেষণে

Rezulation

নিয়োজিত করা যেতে পারে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতির জিজ্ঞাসায় পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, অধিদপ্তর কর্তৃক বছরে ২০.০০ লক্ষ ডোজ সিমেন উৎপাদন করা হয়। ব্র্যাকের প্রতিনিধি জানান ব্র্যাক বর্তমানে ৭.০০ লক্ষ ডোজ সিমেন উৎপাদন করে এবং ১৫.০০ লক্ষ ডোজ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে।

৯। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

৯.১. ব্র্যাক আরও ১০০০ পয়েন্টে কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৯.২. পশুসম্পদ অধিদপ্তর কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তরল সিমেন উৎপাদন পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে ফ্রোজেন সিমেন উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯.৩. ষাঁড় নির্বাচন (Bull Selection) ও সনদ প্রদানের জন্য পশুসম্পদ অধিদপ্তর National Technical Regulatory Committee গঠন করবে। উক্ত কমিটিতে ব্র্যাক ও অন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাকে সদস্য রাখা যেতে পারে এবং এ কমিটির প্রত্যয়ন ছাড়া কোন ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হবে না;

৯.৪. দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত দুধের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ ও উৎপাদক কর্তৃক ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য National Dairy Development Board নামক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান গঠনের নিমিত্ত ১ মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা যেতে পারে ঃ

ক) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও পশুসম্পদ), মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়- আহ্বায়ক।
খ) মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর- সদস্য।
গ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একজন প্রতিনিধি সদস্য।
ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ সদস্য।
ঙ) ব্র্যাক এর একজন প্রতিনিধি সদস্য।
চ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি সদস্য।
ছ) ডাঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্, প্রাক্তন মহাপরিচালক,পশুসম্পদ অধিদপ্তর সদস্য।
জ) ডাঃ নাজির আহমদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর সদস্য।
ঝ) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিঞা, প্রাক্তন মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর সদস্য।
ঞ) জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ধামরাই ডেইরী লিঃ সদস্য।
ট) ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান,উপ-পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন-২) পস অধিদপ্তর-সদস্য সচিব।

৯.৫. পশুসম্পদ অধিদপ্তর প্রনীত বীফ ক্যাটেল উন্নয়ন কর্মসূচী আলোচনামোতাবেক ১৫ দিনের মধ্যে সংশোধনপূর্বক আরও উন্নতকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা যেতে পারে ঃ

ক) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিঞা, প্রাক্তন মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর -আহ্বায়ক।
খ) ডাঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্, প্রাক্তন মহাপরিচালক,পশুসম্পদ অধিদপ্তর -সদস্য।
গ) ড.খান শহিদুল হক, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,বিএলআরআই - সদস্য।
ঘ) জনাব খাজা নাজিম উদ্দিন, লাইভষ্টক ইকোনমিষ্ট -সদস্য সচিব।

৯.৬. গবাদি পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত বিএলআরআই একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে;

৯.৭. মহিষ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীতব্য প্রকল্পটি জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৯.৮. গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ভুট্টার খড় ব্যবহারের জন্য পশুসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৯.৯. দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Livestock Development Policy 2007 এ বর্নিত এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের জন্য জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিঞা, প্রাক্তন মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর ও ন্যাশনাল কনসালটেন্টকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-

(মানিক লাল সমদ্দার)
স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

Rezulation